গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে পৃথক অভিযানে মাদক ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার, আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির পৃথক তিনটি অভিযানে ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল, গাঁজা, ভারতীয় মদ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামালের আনুমানিক জব্দমূল্য ২ লাখ ৭২ হাজার ১৯৯ টাকা।

মঙ্গলবার কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজিবি জানায়, গত সোমবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বুড়ির খাল নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৬টি ভারতীয় মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এসব মোবাইল ফোনের আনুমানিক জব্দমূল্য ১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৯৯ টাকা।

একই দিন বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে দৌলতপুর উপজেলার ঠোটারপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মহিষকুন্ডি ঘোনাপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মো. লালু (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ২৯ পিস ইয়াবা ও ১০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যের আনুমানিক জব্দমূল্য ১১ হাজার ৭০০ টাকা।

এ ছাড়া মঙ্গলবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ধলার মাঠ নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৮ কেজি গাঁজা ও ৮ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক জব্দমূল্য ৭৫ হাজার টাকা।

৪৭ বিজিবির অধিনায়ক জানান, সীমান্ত সুরক্ষা, মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্ত প্রতিষ্ঠায় বিজিবির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে পৃথক অভিযানে মাদক ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) ভোররাতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এসব অভিযান পরিচালনা করে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে জামালপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মাঠপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ২৩ বোতল ভারতীয় মদ, ১ বোতল ফেনসিডিল, ২ বোতল স্কাফ সিরাপ, ১ হাজার ২০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ২৫০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ৪০ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ ৭২ হাজার ৯০০ টাকা।

অন্যদিকে, একই দিন রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনীর কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কাজিপুর বর্ডারপাড়া মাঠে পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও ৩৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা।

দুটি অভিযানে মোট ৬২ বোতল ভারতীয় মদ, ১ বোতল ফেনসিডিল, ২ বোতল স্কাফ সিরাপ, ১ হাজার ২০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ২৫০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ৪০ প্যাকেট পাতার বিড়িসহ ৫ লাখ ৩১ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। মাদক ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ আপসহীন।

এমপি নুসরাতের কুষ্টিয়ার বাড়িতে আগুন, পেট্রলবোমা হামলার অভিযোগ

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেখানে পেট্রলবোমা হামলা চালানো হয়েছে বলে এনসিপি নেতারা অভিযোগ করেছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত ১২টার পর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে নুসরাতের গ্রামের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দিবাগত রাত ১টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এই সময়ের মধ্যে আগুনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একতলা টিনশেড বাড়িটির আটটি কক্ষের মধ্যে পাঁচটি পুড়ে গেছে। দুটি ছাগল পুড়ে গেছে।

পুলিশ কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, নুসরাত তাবাসসুমের মা–বাবা ২০ থেকে ৩০ হাত দূরে আরেকটি তিনতলা ভবনের তৃতীয় তলায় থাকেন। সেখানে আগুন লাগেনি। এ ঘটনায় সংসদ সদস্যের পরিবারের কেউ দগ্ধ হননি।

নুসরাত তাবাসসুম এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং দলটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য তিনি। তাঁর বাড়িতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে বলে এনসিপির মিডিয়া সেলের এক ফেসবুক পোস্টে অভিযোগ করা হয়েছে। এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াও এক ফেসবুক পোস্টে নুসরাত তাবাসসুমের বাড়িতে পেট্রলবোমা হামলা চালানোর কথা বলেছেন।

ঘটনার বিষয়ে জানতে নুসরাত তাবাসসুমের ব্যক্তিগত মুঠোফোন নম্বরে ফোন করা হলে ফোনটি ধরেন এনসিপির সহ-যুব ও কর্মসংস্থানবিষয়ক

সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান। তিনি দিবাগত রাত ২টার দিকে জানান, ঘটনার খবর পেয়ে এমপি নুসরাত তাবাসসুমসহ তিনি একই গাড়িতে করে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। বর্তমানে পথে রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ‘কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে এমপি মহোদয়ের পৈতৃক ও স্থায়ী বাসস্থান লক্ষ্য করে রাত ১২টার পর হামলার ঘটনাটি ঘটে। মোটরসাইকেলে করে এসে দুর্বৃত্তরা রাস্তা থেকে বাড়ি লক্ষ্য করে পরপর চারটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে দুটি বোমা টিনের চালে, একটি গবাদিপশুর শেডে এবং আরেকটি বাড়ির উঠানে এসে পড়ে।’

হামলায় বাড়িটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানিয়ে ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ওই সময় বাড়িতে নুসরাত তাবাসসুমের মা–বাবা, চাচাতো ভাইবোন, দুই ভাবিসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের গায়েও আঘাত লেগেছে এবং তাঁরা কমবেশি সবাই আহত হয়েছেন। এ ছাড়া শেডে আগুন ধরে কয়েকটি গবাদিপশু দগ্ধ হয়ে মারা গেছে।

ওই বাড়িতে পেট্রলবোমা হামলা চালানো হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানাতে পারেনি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসে কর্মীরা রয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে আগুনের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাবার অসুস্থতার খবরে ছেলের মৃত্যু, মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে মারা যান বাবাও

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় বড় ছেলের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেছেন বাবা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছেলে ও রাত ১১টার দিকে বাবার মৃত্যু হয়। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় গোরস্তানে পাশাপাশি কবরে তাঁদের দাফন করা হয়েছে।

মারা যাওয়া দুজন হলেন আবদুল মান্নান (৫৯) ও তাঁর বড় ছেলে মাহফুজুর রহমান (২৭)। তাঁরা চৌড়হাস ফুলতলা এলাকার বাসিন্দা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবদুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কয়েক বছর ধরে তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চার ছেলে-মেয়ে। বড় ছেলে মাহফুজুর কুষ্টিয়া শহরের একটি ছাপাখানায় (প্রিন্টিং প্রেস) কাজ করতেন। প্রায় আট মাস আগে তিনি বিয়ে করেন। বাবার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন মাহফুজুর। বাবার অসুস্থতাসহ পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে ছাপাখানায় কাজ করার সময় বাড়ি থেকে ফোন করে মাহফুজুরকে জানানো হয়, তাঁর বাবা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ খবর পাওয়ার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাহফুজুরের সহকর্মী শিপন ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বিকেলে মাহফুজুর অফিসের চেয়ারে বসে ছিলেন। ফোনে বাবার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর তিনি চেয়ারের একদিকে হেলে পড়েন। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁর মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মাহফুজুরের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক রুমন রহমান।

গতকাল রাতেই ছেলের মরদেহ বাড়িতে নেওয়ার খবর আবদুল মান্নানকে জানানো হয়। এরপর তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন জানিয়ে মাহফুজুরের মামাতো ভাই ফিরোজ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, একপর্যায়ে রাত ১১টার দিকে বিছানাতেই আবদুল মান্নানের মৃত্যু হয়।

ঘটনাটি হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেছেন ৫ নম্বর চৌড়হাস ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাইফুল হক। তিনি বলেন, ছেলেটি ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। আজ সকালে বাবা ও ছেলেকে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া বাড়ির গেটের সামনে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ায় দীর্ঘদিনের উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাড়ির গেটের সামনে ওত পেতে জাকিয়া সুলতানা (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। ইমন নামে আরেক স্কুলছাত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।

সোমবার (৯ নভেম্বর) দুপুর ১টা ১০ মিনিটের দিকে থানা পাড়ায় কিচেন ক্লাবের কাছে ওই শিক্ষার্থীর ভাড়া বাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহত জাকিয়া সুলতানা ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার জাকারিয়ার মেয়ে। সে কুষ্টিয়া মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

তার বাবা একটি বেসরকারি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে পরিবারটি কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে।

পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফেরে জাকিয়া। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে গেট খোলার অপেক্ষা করছিল সে। এ সময় কালো শার্ট পরা ইমন হঠাৎ সেখানে গিয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করে। জাকিয়ার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে ছুরিটি ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ইমন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরিবারের অভিযোগ, মজমপুর এলাকার ইমন দীর্ঘদিন ধরে জাকিয়াকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। সেও একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। কোচিংয়ে পড়ার সময় থেকেই জাকিয়াকে উত্ত্যক্ত করত সে। বিষয়টি ইমনের পরিবারের সদস্যদের জানানো হলে কিছুদিনের জন্য বিরক্ত করা বন্ধ করে দেয়। তবে ইমনের অভিভাবকদের কাছে

অভিযোগ করার কারণেই পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন জাকিয়ার পরিবারের সদস্যরা।

জাকিয়ার মা সুমি আক্তার বলেন, ‘ইমন দীর্ঘদিন ধরে আমার মেয়েকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করত। বিষয়টি তার অভিভাবকদের জানানোর পর কিছুদিন আর বিরক্ত করেনি। সোমবার আমার মেয়ে স্কুল ছুটির পর বাড়ির সামনে গেট খোলার অপেক্ষায় ছিল। এ সময় ইমন হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।’

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন বলেন, ‘আমি বর্তমানে অপারেশন থিয়েটারে অবস্থান করছি। ভুক্তভোগীর অবস্থা ভালো আছে। তার সেলাই চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কুষ্টিয়ার এমপি আমির হামজার নারীঘটিত ভিডিও-অডিও হাতে এসেছে : রাশেদ খান

জামায়াত দলীয় এমপি আমীর হামজার আপত্তিকর ভিডিও-অডিও উপদেষ্টা রাশেদ খানের হাতে, ফাঁস করলেন অডিও!

জামায়াতদলীয় সংসদ সদস্য আমির হামজাকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের অডিও প্রকাশ করে এক ফেসবুক পোস্টে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রাশেদ খান।

রাশেদ খান তাঁর পোস্টে দাবি করেন, আমির হামজার নারীঘটিত বিষয় নিয়ে কিছু অডিও ও ভিডিও তাঁর হাতে এসেছে এবং তিনি সেগুলোর সত্যতা যাচাই করেছেন। একই সঙ্গে পোস্টে আমির হামজার কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরেছেন। সেখানে তাঁকে ক্ষমা চাওয়া, অনুতপ্ত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে হাত-পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলতে শোনা যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

রাশেদ খান শুধু লিখিত বক্তব্য প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি, তাঁর পোস্টের সঙ্গে আমির হামজার কথিত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিংও প্রকাশ করেছেন। অডিওতে থাকা বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো সামনে আসেনি।

এ ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী আমির হামজার বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগের বিষয়ে কী অবস্থান নেয় এবং দলীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগে এমপি আমির হামজার বিরুদ্ধে ইসিতে আবেদন

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজার দাখিল করা নির্বাচনী হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে একাধিক অসংগতি, তথ্য গোপন এবং মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন সিরাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি।

মঙ্গলবার (০৩ নভেম্বর) নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ওই আবেদনে আমির হামজার নির্বাচনী হলফনামা, আয়কর রিটার্ন, ব্যাংক হিসাব, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে বিভিন্ন অসংগতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আবেদনকারীর দাবি,নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া তথ্যের সঙ্গে আয়কর রিটার্ন এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অমিল রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংক ব্যালেন্স, নগদ অর্থ, কৃষি ও বাড়ির সম্পত্তি, স্ত্রীর সম্পদ, বাড়িভাড়া থেকে আয়, মোটরযান,পারিবারিক ব্যয় এবং নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্যে অসংগতি পাওয়া গেছে।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রার্থীর আয়কর রিটার্নে ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য দেখানো হলেও আবেদনকারীর দাবি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সময়ে ব্যাংকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ছিল। একইভাবে নির্বাচনী হলফনামায় নগদ অর্থের পরিমাণ ও আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে পার্থক্যের অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ছাড়া আমির হামজার স্ত্রীর আয়কর রিটার্ন প্রকাশ না করা, স্ত্রীর নামে থাকা কৃষি ও অন্যান্য সম্পদের তথ্য হলফনামায় যথাযথভাবে উল্লেখ না করা এবং কুষ্টিয়া শহরে নিজ নামে থাকা একটি আবাসিক প্লটের তথ্য গোপনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, প্রার্থীর ব্যবহৃত গাড়ির মূল্য, বাড়িভাড়া থেকে আয়, পারিবারিক ব্যয় এবং নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ের হিসাবেও অসংগতি রয়েছে। এমনকি হলফনামায় স্বর্ণের পরিমাণ ও সম্পদের বিবরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আবেদনকারী।

আবেদনকারী সিরাজুল ইসলাম তাঁর আবেদনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯১(৫) ধারা অনুযায়ী অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ ও আনুষ্ঠানিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে একই আদেশের ৯১(২) ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীর প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা এবং নির্বাচন বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন তিনি।

আবেদনের সঙ্গে আমির হামজার নির্বাচনী হলফনামার অনুলিপি, আয়কর রিটার্ন, স্ত্রীর আয়করসংক্রান্ত কাগজপত্র, নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী, গাড়ির নিবন্ধন ও অন্যান্য সম্পত্তিসংক্রান্ত দলিল সংযুক্ত করা হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সিরাজুল ইসলাম বলেন, তার নির্বাচনী হলফনামায় বেশকিছু বিষয়ে অসংগতি রয়েছে। আমি সদর আসনের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে ইসিতে আবেদন করেছি। যাতে করে সাধারণ জনগণ তার ব্যাপারে সত্যটা জানুক।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজার সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় রেলওয়ের জমি দখল-বাণিজ্যের অভিযোগ, দুই কাঠা বিক্রি ৩ লাখ টাকায়

কুষ্টিয়ার জগতী এলাকায় ফুট গোডাউনের পাশে রেলওয়ের জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। দুই কাঠা জমি তিন লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শফিকুল নামের এক ব্যক্তি ওই জমি কিনেছেন। তবে জমিটি ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়, রেলওয়ের সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কৃষিজমি হিসেবে জমিটি অন্য এক ব্যক্তির নামে লিজ দেওয়া রয়েছে।অভিযোগ উঠেছে, জানে আলম নামের এক ব্যক্তি রেলওয়ের ওই সম্পত্তি দখল করে প্রতি দুই কাঠা জমি তিন লাখ টাকায় বিক্রি করছেন। তবে কীসের ভিত্তিতে তিনি এসব জমি বিক্রি করছেন এবং জমিগুলোর বৈধ লিজ বা অনুমোদন রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জমি কেনার বিষয়ে শফিকুল বলেন, শহীদ পাটোয়ারীর কাছ থেকে তার জামাই জমিটি কিনেছেন। পরে তার জামাইয়ের কাছ থেকে রশিদ এবং রশিদের কাছ থেকে তিনি জমিটি কিনেছেন। কেনার পর রেলওয়ের কাছ থেকে ডিসিআর (ডিমান্ড কলিং রসিদ) কেটে খাজনা দিলে জমিটি তাঁর নামে হবে।

এ বিষয়ে রেলওয়ের পোড়াদহের কানুনগো মনিরুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তারা জানতে পেরেছেন। শফিকুল নামের ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, তার নামে কৃষিজমি হিসেবে লিজ নেওয়া রয়েছে। তাকে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়েছে।
মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, কাগজপত্র দেখাতে না পারলে এবং জমিটি কৃষিজমি হিসেবে লিজ নেওয়া থাকলে সেখানে কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৈধ কাগজপত্র না থাকলে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধ, প্রতিপক্ষের হামলায় প্রাণ গেল গৃহবধূর

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় নাসিমা খাতুন (৪২) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২ নভেম্বর) সকালে উপজেলার সদকী ইউনিয়নের বাটিকামারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, জমি দখলকে কেন্দ্র করে মোমিনের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জনের একটি দল নাসিমাদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ সময় বাধা দিতে গেলে নাসিমা খাতুন ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে নাসিমা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিঠু ও রিপন নামের দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর থানা-পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত রাতে মিরপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—মিরপুর পৌরসভার যোগীপোল এলাকার আক্কাস আলীর ছেলে মো. সাকিব হোসেন (১৯)। তিনি মিরপুর থানায় দায়ের করা আগের একটি নাশকতার মামলার আসামি। অপর দুজন হলেন ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের মহিষাডোড়া গ্রামের মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. ইয়াসিন সাহেব (২২) এবং মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের মৃত গোলজার হোসেন বিশ্বাসের ছেলে মো. জামিল উদ্দীন রাজু।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইয়াসিন সাহেব ভেড়ামারা উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি। অন্যদিকে জামিল উদ্দীন রাজু ছাতিয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাসের ছোট ভাই।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি সুনির্দিষ্ট মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নাশকতা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ নিয়মিত অভিযান ও আইনগত পদক্ষেপ পরিচালনা করছে।